কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেল্‌থ কেয়ার সেন্টার
(সি ডি এইচ সি)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

নতুন বাজার, ৩০৬/২, গোডাউন রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী

ফোন - ০৪৪২৪-৫৬৫০২
মোবাইল -০১৭২৬৫৭৪১০৩/০১৭১২৭৮১২০৮
ই-মেইল-cdhc1997@yahoo.com

বানী ঃ

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি) আরও একটি বৎসর অতিবাহিত করল । সারা বৎসরের বর্ননা ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ হচ্ছে গত অর্থ বৎসরের সংস্থার সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের চিত্র এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন হয়েছে সময় মত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় আমি আনন্দিত।

সি ডি এইচ সি দুই দশক ধরে সমাজের প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঋণদান,স্বাস্থ্যসেবা,শিক্ষা সহ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। দক্ষ কর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সংস্থার ভুমিকা প্রশংসার যোগ্য।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় মাঠপর্যয়ে সকল কর্মকর্তা ও কর্মীগন ঝুঁকি নিয়ে সচেতন করন সহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে সহোযোগি হিসাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে কর্ম এলাকার সাধারন মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদেরকে উজ্জিবিত রেখেছে এবং সংস্থার মান উন্নয়নে ভুমিকা রেখেছে।এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সংস্থার মান উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দান কারী প্রতিষ্টান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন সহ সকল দাতা ও সহয়োগী সংস্থা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা দান করে সংস্থার কায়ক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নে সহযোগিতা দানের জন্য আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি সি ডি এইচ সির সাধারন পরিষদ কার্যকরী পরিষদ এর সকল সদস্যবৃন্দ এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের।

সর্বশেষে সি ডি এইচ সির সুনাম ও অগ্রগতি অব্যহত থাকুক এবং সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত সাধারন মানুষের সেবা গ্রহন করে জীবনমান উন্নত করুক এই শুভ বার্তা রইল।

মু: রফিকুল ইসলাম

সভাপতি
সি ডি এইচ সি।

বানী ঃ

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি) একটি বৎসর পার করে নতুন অর্থবৎসরে পা রাখল সাথে সাথে সংস্থার কার্যক্রম শুরুর ২১(একুশ)বছর পার হল। গত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত সকল কার্যক্রমের বিশ্লেষন নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশ হওয়ায় আমি আনন্দিত।

গ্রামীন অর্থনীতির পারিবারিক সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে উপকার ভোগীদের সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার কৌশল নেয়া হয়েছে। এই কৌশল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস,প্রানিসম্পদ ও ভিক্ষাবৃত্তি দুরিকরন এবং বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনশীল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ফল হিসাবে মানুষের আয়ের পথ তৈরী হয়েছে। কর্মসংস্থান ও অত্মকর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হয়েছে। নারীরা সরাসরি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গুরুত্ব বাড়ছে।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় মাঠপর্যয়ে সকল কর্মকর্তা ও কর্মীগন ঝুঁকি নিয়ে সচেতন করন সহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে সহোযোগি হিসাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে কর্ম এলাকার সাধারন মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদেরকে উজ্জিবিত রেখেছে এবং সংস্থার মান উন্নয়নে ভুমিকা রেখেছে।এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সংস্থার কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষা আর্থিক নিরাপত্তা ও জীবন যাত্রার মান বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্যায়নে অটোমোশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সি ডি এইচ সির সাধারন পরিষদ, কার্য নির্বহী পরিষদের সম্মনিত সদস্যবৃন্দ দাতা ও সহযোগী সংস্থা এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দগনকে। যাদের আন্তরিক ও সহযোগিতায় অত্র সংস্থা আজ এপর্যায়ে এসেছে। সংস্থার সকল সুবিধাভোগী এবং নিবেদিত কর্মীগনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা করি সকলের আন্তরিক কর্মনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় সি ডি এইচ সির অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

মোঃ জহিরুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক

সুচীপত্র ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	সিডিএইচসি পরিচিতি	১ম অধ্যায়.....	০৬-০৭
০২	ঋণ কর্মসূচী	২য় অধ্যায়.....	০৮-১১
০৩	স্বাস্থ্য কর্মসূচী	৩য় অধ্যায়.....	১২-১৪
০৪	শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী	৪র্থ অধ্যায়.....	১৫-১৬
০৫	ঘাঁস-মুরগি ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী	৫ম অধ্যায়.....	১৭-১৮
০৬	মানবসম্পদ কর্মসূচী	৬ম অধ্যায়.....	১৯-২১
০৭	ঘটনা প্রবাহ ও দিবস উদ্‌যাপন	৭ম অধ্যায়.....	২২-২৩
০৮	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	৮ম অধ্যায়.....	২৪-২৭

১ম
অধ্যায়
সিডিএইচসি পরিচিতি

ভুমিকা ঃ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেল্‌থ কেয়ার সেন্টার (সি ডি এইচ সি) একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা।সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ন্যায়াবচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে সমমনা, উদ্যমী ও নিবেদিত একদল সমাজকর্মীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সি ডি এইচ সি। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিন অঞ্চলের জেলা পটুয়াখালীর অন্তর্ভূত গলাচিপা উপজেলার ডাকুয়া ইউনিয়নে সংস্থাটির উৎপত্তি স্থল। এই অঞ্চলেন সাধারন খেটে খাওয়া মানুষ দিনের পর দিন দারিদ্রতার বোঝা মাথায় নিয়ে কাটিয়েছে। অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে বঞ্চিত হয়েছে নিজের অধিকার আদায়ের।

ভিশনঃ শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন ঃ সমাজ থেকে মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ, এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নিঃস্ব মূলধন হারা জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার ও চাহিদার সাথে নারী ও পুরুষের সমাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্ম এলাকার সুন্দর ও সুষ্ঠ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- জাতি ধর্ম ও বর্ন নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষ ও প্রানীকুলের কল্যান করা।
- দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্রতা রোধে সহায়তা দান।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ও পুষ্টিহীনতা দুর করা।
- বিদ্যালয়বিমূখী শিশুদের বিদ্যালয়মূখী করা এবংস্বাক্ষরতা অভিযান কে সফল করা।
- দেশের উন্নয়নে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতে সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগে ত্রান ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।
- নারী ও পুরুষের সার্বিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।
- সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে নারী নির্যাতন, যৌতুক, অকারনে তালাক প্রতিরোধে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- বহুবিবাহ বাল্যবিয়ে সহ সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

কর্ম এলাকা ঃ

সি ডি এইচ সির কার্যক্রম জুন-২০২০ পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার ২৬ টি ইউনিয়ন এবং ২০৫ টি গ্রামে কার্যক্রম চলমান আছে।

কার্যক্রমঃ

সংস্থার প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলোঃ ঋণদান কার্যক্রম, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা,নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ,বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ,মাদক নিরোধ, মানবসম্পদ উন্নয়ন,দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীঃ

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ ও শিশু সংস্থার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী।

জনবলঃ

সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও গতিশীল রাখার জন্য রয়েছে দক্ষ কর্মীবাহিনী।

তহবিল উৎসঃ

- সংস্থার তহবিলের উৎস।

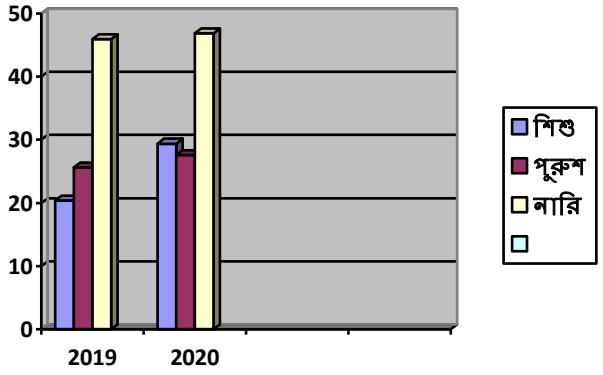

- দেশীয় সরকারী -বেসরকারী সংস্থা।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-অর্থায়নের সফল বাস্তবায়ন আজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত। বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র-অর্থায়নের মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষুদ্র-ঋণ পাল্টে দিয়েছে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা। ঋণ গ্রহণে নেই কোন জটিলতা। ঋণ কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বাড়িয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নারী-পুরুষের সমতায়নে ও ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কর্মসূচির প্রভাবে আজ গ্রামীণ ও শহরের অর্থনীতিতে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যের দুষ্ট-চক্রের জাল হতে মুক্তি মিলেছে। প্রায় সবমানুষ কোন না কোনভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।

সি ডি এইচ সি ১৯৯৯ সালে ক্ষুদ্র-ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। এর পর সংস্থা পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কর্মসূচিতে নিরাপত্তা তহবিল এবং রেমিটেন্স স্থানান্তর কার্যক্রম সংযোজন করে। কালক্রমে গ্রাহকগণের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে এই কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম

সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হলো সমিতি গঠন। একটি সমিতি ১০ হতে ৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। গ্রাহকগণকে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী কর্ম এলাকার কোন এক সমিতিতে সদস্য হওয়ার দু-সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকের প্রত্যাশা ও সক্ষমতা বিবেচনা করে বিদ্যমান ঋণ কার্যক্রম হতে একটি নির্দিষ্ট কার্যক্রমের অধীনে ঋণ দেয়া হয়। গ্রাহকগণকে ঋণ গ্রহণের দিন থেকে ১৫ দিন পর কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক শূন্য থেকে ২৫ শতাংশ সেবামূল্যে গৃহীত ঋণসাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে বা এককালীন (একবছরের মধ্যে) পরিশোধ করতে হয়।সমিতির সদস্যগণকে প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত দিনের সভায় উপস্থিত থাকতে হয়। সভায় আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতিও নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন, খাদ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য-সচেতনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। একইসঙ্গে সদস্য ভর্তি করণ, সঞ্চয় ও কিস্তি আদায়, ঋণ প্রস্তাব, সংস্থার ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কর্মসূচির নীতিমালা, পরিবর্তিত বা নতুন নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়গুলোও সভায় আলোচনা করা হয়। সি ডি এইচ সি এর গ্রাহকগণ ক্ষুদ্র-অর্থায়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জামানতবিহীন অর্থিক বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, প্রযুক্তির হস্তান্তরসহ অন্যান্য কাঙ্খিত পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

গ্রাহকরা গৃহীত ঋণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করছে। এসব মানুষ এখন স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও শিক্ষাসেবার আওতায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। তারা দারিদ্রকে পরাজিত করে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঋণ কর্মসূচির বিভাজনসমূহ নীচে তুলে ধরা হলোঃ

জাগরণ (গ্রামীণ ও নগর) ঋণ কার্যক্রম ঃ-

সি ডি এইচ সি এর অন্যতম প্রধান ঋণ কার্যক্রম হলো জাগরণ ঋণ কার্যক্রম। গ্রামীণ ও শহর অর্থনীতির দরিদ্র ও খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০শে জুন-২০২০ পর্যন্ত জাগরন ঋণ কার্যক্রম পটুয়াখালী জেলার ৩ টি উপজেলার ২৬ টি ইউনিয়নের ২০৫ টি গ্রামে চলমান রয়েছে।

বর্তমান সদস্য সংখ্যা হলো ৫৯৬৪ জন এবং ঋণীসদস্য-৪১৬৪ জন এদের ৮৫ শতাংশ সদস্যই নারী। এ খাতে ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০,০০০/- টাকা। সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে ঋণের মেয়াদ হলো এক বছর। সার্ভিসচার্জ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক ২৫ শতাংশ।

জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের গ্রাহকগণ গৃহীত ঋণ পারিবারিক বিভিন্ন আয়-বর্ধনশীল কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করে। জাগরণ ঋণ কার্যক্রম সি ডি এইচ সি এর ঋণ বিতরণের বৃহত্তম খাত।

সংস্থার সমগ্র কর্মঃ এলাকায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মকান্ডের বিস্তৃতিই প্রমাণ করে এর চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা ও সাফল্য। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সাফল্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে দৃশ্যমান করেছে।

অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) ঋণ কার্যক্রম ঃ-

স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসংস্থানের কোন বিকল্প নেই। সংস্থার সুবিধাভোগীদের অনেকের মেধা ও সৃজনশলতা রয়েছে, রয়েছে নতুন কিছু করার উদ্যম। অনেকের পারিবারিক ও ঐতিহ্যগতভাবে কিছু আয়বর্ধনশীল কর্মকান্ডে বেশ দক্ষতা-অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই শ্রেণির সুবিধাভোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশে সংস্থা ২০১১ সালে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। সংস্থার নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি পিকে এস এফ এর আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র কর্ম এলাকাতে এই কার্যক্রম বিস্তৃত। ঋণ বিতরণের দিক দিয়ে এটি দ্বিতীয় বৃহৎ ঋণ কার্যক্রম। বার্ষিক ২৫ শতাংশ (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে) সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সর্বনিম্ন ৮০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

কর্ম এলাকায় এই কার্যক্রমের সদস্য সংখ্যা ও ঋণ বিতরণ সবসময়ই ক্রমবর্ধমান। সকলক্ষেত্রে কার্যক্রমটি ব্যাপক সাফল্য ও অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অনেকের আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বেকারত্ব হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সুফলন (মৌসুমি ও কৃষি) ঋণ কার্যক্রম ঃ-

আমাদের কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো মূলধন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের অভাব। গ্রামীণ ও উপশহরাঞ্চলে প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষকগণ মূলধনের অভাবে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে পারে না।

অর্থ ও জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার কারণে সময়োপযোগী প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণে তারা দক্ষ নয়।এই শ্রেণির সদস্যদের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানে সি ডি এইচ সি ২০১৬ সালে সুফলন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। এই কার্যক্রমে অর্থ সহায়তা দিয়েছে পি কে এস এফ। সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকাতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুফলন খাতে দুই ধরনের ঋণ দেয়া হয়। গাভী পালন ঋণ ও রবিশস্য ঋণ । ঋণ গ্রহীতারা গরু ও রবিশস্য বিক্রি করে এককালীন সম্পূর্ন ঋণ পরিশোধ করে। বর্তমানে এটি সংস্থার একটি অন্যতমসম্ভাবনাময় ঋণ খাতে পরিণত হয়েছে।

৩য়
অধ্যায়
স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সুস্থ জীবনের জন্যে দরকার সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যকে ভাল রাখবার জন্য সঠিক পরিচর্যা করতে হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে উৎপাদনে সক্রিয় রাখা দারিদ্র্যমুক্ত দেশ বিনির্মাণের মূল চাবিকাঠি। দরিদ্র, অভাবী ও পিছিয়েপড়া সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সি ডি এইচ সি ২০০৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, তৃণমূল ও ছিন্নমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এবং সবার সুস্থতা নিশ্চিত করে কর্মক্ষম করা সি ডি এইচ সি এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহঃ

- সভা-সেমিনার এর মাধ্যমে খাদ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাধি ইত্যাদি সম্পর্কে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা।
- স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অকাল মৃত্যু রোধ করে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা।
- শিশু-কিশোরদের সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বৃদ্ধ ও অসহায় ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা প্রদান করা।

গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা ঃ

স্বাস্থ্য কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। এই সেবা সি ডি এইচ সি হতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং দরিদ্র গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা বিনামূল্যে পাচ্ছে। প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরামর্শ, ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া, গর্ভবতীকে টিকা দিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সফল ডেলিভারীর পরামর্শ দেয়া।এর ফলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। মাও শিশুর অনাকাঙ্খিত মৃত্যু আশানুরূপ হরে কমে আসছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই কার্যক্রমের অধীনে মোট ৪৭৫ জন গর্ভবতী মাকে সেবা প্রদা করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ঃ

সি ডি এইচ সি এর উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, স্বল্প-মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসা অপচিকিৎসা জনিত আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে ১লা জানুয়ারী-২০১৬ এই কার্যক্রম শুরু করা হয়।

কর্মসূচিটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ টি শাখায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সেলফ কেয়ার প্রোজেক্টঃ

দি হোয়াইট রিবন এলাইন্স এর সহায়তায় উক্ত পাইলট পোজেক্টটি পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন ৬ নং ডাকুয়া ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা। ১ জন প্রোজেক্ট অফিসার,১ জন প্যারামেডিকস্, ২ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার এবং প্রতি ওয়ার্ডে ২ জন করে স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জরিত থেকে কাজ করেছে।কর্ম এলাকায় প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি ও সি এইচ জি কমিটিকে,শক্তিশালী করন,এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের তালিকা করে তাদের গর্ভধারন থেকে গর্ভপাত করন পর্যন্ত নিয়মিত সেবা প্রদান এবং মায়েদের ও অবিভাবকদের নিয়ে উঠান বৈঠক কর। পরিবারের অবিভাবকদের সচেতন করা,ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিটি সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কায়ক্রমের মেয়াদ ছিল।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
- পুষ্টি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন
- টিকাদান কর্মসূচি ও আচরণগত পরিবর্তন
- শিশুর জন্মনিবন্ধন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- স্ট্যাটিক ও মেডিক্যাল ক্যাম্প ক্লিনিকের আয়োজন করে প্রতিরোধক ও প্রতিষেধকমূলক সেবা প্রদান করা
- জটিল রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা।

এই কর্মসূচির সেবা পেতে একজন সুবিধাভোগীর বছরে মাত্র একবার বিশ টাকা দিয়ে একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। কোন নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ের জন্য ফি হিসেবে কোন টাকা আদায় করা হয় না। অন্যদিকে সংস্থার সদস্য নয় এরূপ রোগীদের মেডিক্যাল ক্যাম্প ক্লিনিকে সেবা পেতে ৫০ টাকা চিকিৎসা ফি আদায় করা হয়।

অত্র শাখায় একজন মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিদিন সকালে সমিতি পর্যায়ে এবং দুপুর দুটা হতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে সদস্য-ঋণীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করে চিকিৎসসেবা প্রদান করা হয়। কার্যক্রমটি সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নে সি ডি এইচ সি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সার্বিক সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে।

৪র্থ
অধ্যায়
শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন

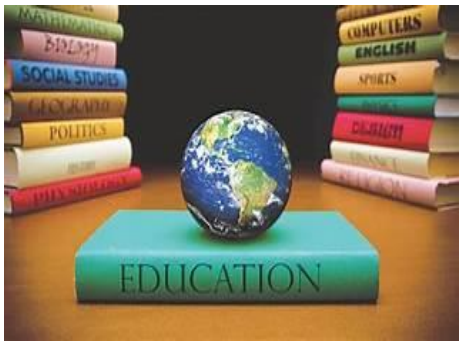

সি ডি এইচ সি সর্বদাই শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে আসছে। দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত স্বনির্ভর জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার জন্য দরকার। সি ডি এইচ সি মনে করে সমাজের একটা বিশেষ অংশকে নিরক্ষর রেখে দেশের ও দশের উন্নয়ন করা কখনও সম্ভব নয়।

সি ডি এইচ সি কর্মএলাকায় গরিব, মেধাবী ও অসহায়-অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। দরিদ্র পরিবারের শিশু, পথশিশু, কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও তাদের উন্নয়নে সংস্থার সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

- মাছ ধরায় নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম
- হত দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম।

চর অঞ্চলের শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

দরিদ্র অসহায় পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে বাধ্য হয়ে অপ্রাপ্ত বয়সে কাজের সন্ধানে মাছ ধরতে নেমে পড়ে। সস্তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই শ্রেণির শিশুদের দিয়ে বাবা মা মাছ ধরায়। অথচ শিশু শ্রমকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মাছ ধরা ও গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণে সি ডি এইচ সি ২০০৩ সাল থেকে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটিতে অর্থসহায়তা করছে ব্র্যাক।গলাচিপা উপজেলারদুর্গম চরাঞ্চল চর মোন্তাজ ইউনিয়নে ১৪ টি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যতিক্রমধর্মী এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে এক জন শিক্ষিকা ৩০ জন শিশুকে পাঠদান ও পরিচর্যা করেন। পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের আচার-আচরন, গৃহস্থালির কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অন্যদিকে শিশু অধিকার সপ্তাহ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস সহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ শিশুরা গুরুত্ব সহকারে পালন করে। এতে তাদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ এবং সমাজ সচেতনতা ও দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত হয়। বিগত অর্থ বছরে শিশু অধিকার, শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষাকেন্দ্রেসময়মতো উপস্থিতি, স্বাস্থ্যসেবা, ধর্মীয় শিক্ষা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় শিশুরা মন খুলে মতামত বিনিময় করে।

ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য রক্ষায় তারাও হয়ে ওঠে যথেষ্ট আন্তরিক ও যত্নশীল।

৫ম
অধ্যায়
হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
কর্মসূচি

গ্রাম ও চরাঞ্চলের প্রায় সকল পরিবার কোন না কোনভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান উল্লেখ করার মত।

ডিম-মাংস-দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রফতানিতে বিপুলসংক্যক লোকের স্বকর্মসংস্থান এবং মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হচ্ছে।

হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এই খাতকে শক্তিশালী করতে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় খাত। এই খাতকে শক্তিশালী করতে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

সি ডি এইচ সি কর্মএলাকায় প্রতিটি পরিবারকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালনে উজ্জীবিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার অতিক্রান্ত সময়ের মধ্যে হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি অথসহায়তায় বেশকিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

এর মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি দাতা সংস্থার নির্দেশে সম্পন্ন করা হলেও এ ধরনের কার্যক্রমের প্রভাব সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় বিদ্যমান রয়েছে।

সংস্থা এই কার্যক্রমসমূহকে সক্রিয় রাখতে সুবিধাভোগীদেরকে সার্বিক সহযোগিত প্রদান করে যাচ্ছে।

বিশেষ করে আর্থিক ও কারিগরি সেবা এবং প্রশিক্ষণ প্রাদানের মাধ্যমে এই খাতকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

বর্তমানে সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় এই কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে সুবিধাভোগী পরিবারগুলো হতে আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে মোট ২২৫ জনকে ১.৮৭ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণী ও ঋণের পরিমান যথাক্রমে ১৯০ জন ও ১.২৯ টাকা।

৬ষ্ঠ
অধ্যায়
মানবসম্পদ বিভাগ

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে, শৃঙ্খলা বর্ধনে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান সভ্যতার প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের ইতিবাচক ভূমিকা সাংগঠনিক কর্মপন্থায় বৈচিত্র্য এনেছে। কর্মসম্পাদন সহজতর হয়েছে।

সিডিএইচসি মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে আসছে। কর্মীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচক মনেবৃত্তির বিকাশ, সৃজনশলতার সম্প্রসারণ, ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ও মানবিক স্বার্থ রক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর কর্মপন্থা ও দক্ষতার উন্নয়ন, সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রভৃতির উৎকর্ষতার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

২০১৭ সালে সিডিএইচসি এর পূর্ণাঙ্গ মানবসম্পদ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। বিভাগটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিভিন্নমূখী কর্মকৌশল বাস্তবায়ন, পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংস্থার জনসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে । সংস্থার প্রতিস্তরে দক্ষ কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্ব গড়ে তোলাই এই বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য।

কার্যক্রম উদ্দেশ্যঃ

- প্রশিক্ষন ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা
- কর্মীর সুপ্ত-সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করা
- কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে কর্মীদেরকে সম্পদে রূপান্তর করা
- যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত দায়িত্ব দেয়া
- ব্যক্তি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে সমষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা
- কর্ম-সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
- নিষ্ঠা, সততা,নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্মান ও ইতিবাচক মনোভাব সহায়ক মৌলিক মূল্যবোধের সংস্কৃতির চর্চা করা।

সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, বদলি, পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, ব্যক্তিগত নথিপত্র বা ফাইল পর্যালোচনা ও অনিয়ম দুরীকরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশমালা পেশ, সকল ব্যক্তিগত নথি কম্পিউটারাইজড ও হাল নাগাদ করা ইত্যাদি কার্যক্রম এই বিভাগে চলমান রয়েছে। সংস্থার পবিহন ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ও আইটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও পালন করছে।

এছাড়া সকল বিভাগের ক্রয় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ মনিটরিং এর কাজে প্রযোজণীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার পর্যালোচনা করে পাঁচ বছর পরপর বেতন স্কেল পুনঃপর্যালোচনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও করে থাকে।

অটোমেশন কার্যক্রম ঃ

প্রযুক্তি -নির্ভর কর্মপন্থা ও লাগসই তথ্যায়নের উদ্দেশে সি ডি এইচ সি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি কর্মসূচির তথ্য-নির্ভর নিখুত মনিটরিং, তথ্য সংরক্ষণ, চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য হাল-নাগাদকরণ, সময়োপযোগী প্রযুক্তিকে কর্মীবাহিনীকে অভ্যস্তকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য সমানে রেখে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলোঃ

- ঋণ, হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ।
- চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজণীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে একটি গ্রহণযোগ্য এবং অভিন্ন সফ্টওয়্যার তৈরি করা।
- এই কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্ববায়িত হলে সংস্থার ঋণ ও হিসাব রক্ষণ কার্যক্রম অনেকটাই সহজ হবে, কর্মীদের ম্যানুয়াল কাজ কমে আসবে।
- প্রতিটি স্তরে সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয় হবে। ৩০ শে জুন-২০২০ পর্যন্ত সংস্থার ৫ টি শাখায় অটোমেশন সফ্টওয়্যার উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

৭ম
অধ্যায়
ঘটনা প্রবাহ ও দিবস উদ্‌যাপন

২০১৯-২০২০অর্থবছরে সি ডি এইচ সি এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ঘটনা প্রবাহ এবং উল্লেখযোগ্য জাতীয় ও আন্র্জাতিক দিবস উদ্যাপন চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলে।

মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন ঃ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সি ডি এইচ সি মহান বিজয় দিবস পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন ঃ

একুশের প্রথম প্রহরে বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসায় মানুষ স্মরণ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহীদদের। হাজারো মানুষের ফুলেল শ্রদ্ধায় ছেয়ে যায় শহীদ মিনারের বেদী। সি ডি এইচ সি কর্মকর্তা ও কর্মীগণ ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ রাত ১২ টা পাঁচ মিনিটে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় সি ডি এইচ সি ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

৮ম
অধ্যায়
নিরীক্ষা প্রতিবেদন

Community Development & Health Care Centre (CDHC)
306/2, Galachipa, Patuakhali.
Micro Credit Program
Statement of financial position as at 30 June 2020

	Notes	2019-2020	2018-2019
Properties & Assets			
Non-Current Assets		**10,642,589**	**10,328,231**
Property, Plan & Equipment	7.00	4,808,571	4,597,650
Long term Investments	8.00	5,834,018	5,730,581
Currents Assets :		**122,688,792**	**101,822,844**
Loan to Members	9.00	110,013,555	98,283,258
Staff Vehicle Loan	10.00	190,537	226,052
Advance, Deposits & Prepayments	11.00	208,000	257,500
Unsettled staff Advance	12.00	414,113	414,113
Gratuity		2,000	-
Investments to Reserve fund		967	-
Loan to Genaral fund		250,000	-
Cash in Hand	13.00	3,393	8,199
Cash at Bank	14.00	11,606,226	2,633,722
Total Properties & Assets		**133,331,381**	**112,151,075**
Capital fund & Liabilities			
Currents liabilities		**55,425,437**	**44,353,910**
Members Savings deposits	18.00	38,071,264	29,816,146
Staff Security fund	19.00	325,000	270,000
Loan loss provision	20.00	7,546,477	6,607,551
Accumulated Depreciation	21.00	731,188	754,596
Provision for expenses	22.00	40,000	109,300
Long term savings Interest provision	23.00	1,172,417	398,920
Member welfare fund	24.00	7,539,091	6,381,874
Provident fund	25.00	-	15,523
Capital Fund		**26,305,319**	**23,247,165**
Cumulative Surplus	15.00	23,667,256	20,922,464
Statutory Reserve fund	16.00	2,638,063	2,324,701
Non-Current Liabilities		**51,600,625**	**44,550,000**
Loans from PKSF long term	17.00	51,600,625	44,550,000
Total Capital fund & Liabilities		**133,331,381**	**112,151,075**

The annexed notes from an integral part of these financial statements.

Chief Accountant

Executive Director

This is the statement of financial position referred to in our separate report of even date.

Aziz Halim Khair Choudhury
Chartered Accountants

Dhaka
06 October 2020

Community Development & Health Care Centre (CDHC)
306/2, Galachipa, Patuakhali.
Micro Credit Progrem
Statement of Comprehensive Income
for the period 01.07.2019 to 30.06.2020

Particulars	Notes	2019-2020	2018-2019
Income			
Services Charges on Loan		19,430,764	20,372,251
Bank Interest		71	124
Banks Interest on FDR		459,674	324,756
Membership Admission fees		13,820	17,630
Other sales (form)		21,950	50,860
Donation		-	2,090
Other		220,701	183,643
Total Income		**20,146,980**	**20,951,354**
Expenditure			
Service Charge of PKSF Loan		2,356,875	1,955,629
Interest on Members savings		1,479,308	1,161,045
Interest on Members long term savings		773,497	398,920
Operational Expenses	27.00	11,030,090	11,837,413
LIFE		938,926	2,403,117
Gratuity		327,826	-
Depreciation		173,516	148,100
Total Expenditure		**17,080,038**	**17,904,224**
Excess of Income Over Expenditure		3,066,942	3,047,130
Total		**20,146,980**	**20,951,354**

The annexed notes from an integral part of these financial statements.

Chief Accountant

Executive Director
MD. ZAHIRUL ISLAM
Executive Director
Galachipa, Patuakhali

This is the statement of Comprehensive Income referred to in our separate report of even date.

Dhaka
08 October 2020

Aziz Halim Khair Choudhury
Chartered Accountants

CDHC

Community Development & Health Care Centre (CDHC)
306/2, Galachipa, Patuakhali.
Micro Credit Progrem
Receipts & Payments Accounts
for the period 01.07.2019 to 30.06.2020

Particulars	Notes	2019-2020	2018-2019
Receipts			
Opening Balance		**2,641,921**	**6,571,332**
Cash in hand		8,199	4,200
Cash at Bank		2,633,722	6,567,132
Loan Receive from PKSF		30,500,000	26,000,000
Loan Receive from first security bank		-	-
Loan Receive from Provident fund		-	300,000
Loan Receive from General fund		-	150,000
Loan Recovery (principal)		147,834,703	153,988,718
Service Charges recovery		18,533,979	19,532,101
Savings Collections		23,945,559	23,172,444
Investment (FDR encashment)		1,159,802	-
Investment Reserve fund (FDR encashment)		1,211,427	-
Advance refund		195,500	767,000
Welfare deposit		1,555,820	1,698,170
Vehicle loan receipt		41,315	2,500
Suspense receipt		5,997	12,790
Membership Admission fees		13,820	17,630
Sale of pass book, Form		41,780	50,860
Staff security refund		100,000	60,000
Donation		-	2,090
Motor cycle sales		2,622	25,722
Health services form receive		9,350	14,755
Eye Camp form receive		6,220	7,490
Write off		126,759	
Other		7,500	130,996
Total Receipts		**227,934,074**	**232,504,598**
Payments			
PKSF Loan Refund		23,449,375	22,300,000
Service Charges of PKSF Loan		2,356,875	1,955,629
PF Investment		959,412	1,466,997
Loan Disbursement		159,565,000	171,827,000
Savings refund		17,169,749	17,116,990
Capital expenditure	26.0	419,255	2,151,118
Operational Expenses	27.0	8,907,360	9,468,610
Investment Reserve fund (FDR)		1,000,000	1,000,000
Investment Savings(FDR)		1,000,000	
Staff security refund		35,000	50,000
Welfare Return(Insurance)		408,603	965,333
Advance		391,000	1,089,000
Vehicle Loan(Staff)		83,000	22,000
Loan refund to Provident		-	300,000
Loan to General fund		250,000	150,000
Gratuity		329,826	-
Total Payments		**216,324,455**	**229,862,677**
Closing Balance		**11,609,619**	**2,641,921**
Cash in Hand		3,393	8,199
Cash at Bank		11,606,226	2,633,722
Total		**227,934,074**	**232,504,598**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Nahar Luna
Admin
CDHC
Chief Accountant

Executive Director

This is the statement of receipts and payments referred to in our separate report of even date.

Aziz Halim Khair Choudhury
Chartered accountants

Dhaka
08 October 2020

CDHC